মহাকাশে ৪০০ বছর পর কাছাকাছি শনি-বৃহস্পতি

এ বছরের ডিসেম্বর মাসটি মহাকাশে বেশ ঘটনাবহুল। এ মাসেই দেখা গেছে উল্কাবৃষ্টি, তারপর সূর্যগ্রহণ।

২১ ডিসেম্বর মহাকাশে যা ঘটতে যাচ্ছে তা শেষবার হয়েছিল প্রায় ৪০০ বছর আগে। এক মহাজাগতিক অতিবিরল দৃশ্যের সাক্ষী হতে যাচ্ছে বিশ্ব।

সৌরজগতের দুই গ্রহ বৃহস্পতি ও শনির যুগলবন্দি। সোমবার এ দুটি গ্রহ এতই কাছে চলে আসবে যে, আবহাওয়া অনুকূল থাকলে খালি চোখেও তা বোঝা যাবে। খবর এনডিটিভির।

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে– সৌরজগতের দুটি গ্রহ পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসা বিরল ঘটনা নয়।

বৃহস্পতি তার প্রতিবেশী গ্রহ শনির পাশ দিয়ে প্রতি ২০ বছর অন্তর যায়, তবে এতটা কাছ দিয়ে নয়। শেষবার এমন ঘটনা ঘটেছিল ১৬২৩ সালে। তখনও বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি জীবিত। টেলিস্কোপ আবিষ্কারের ১৩ বছর পর সে ঘটনা ঘটেছিল। সেই হিসাবে ৩৯৭ বছর পর আবার এমন বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকতে পারবে পৃথিবীবাসী।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, সোমবার বৃহস্পতি ও শনি একে অন্যের থেকে এক ডিগ্রির ১০ ভাগের এক ভাগ কাছাকাছি থাকবে। এর ৬০ বছর পর, অর্থাৎ ২০৮০ সালে আবার এত কাছে আসবে এ দুই গ্রহ।

বিজ্ঞানীরা আরও জানিয়েছেন, ৮০০ বছর আগে এ দুই গ্রহ এক সরলরেখায় এলেও শেষবার এত কাছে এসেছিল ১৬২৩ সালে।

হুইলচেয়ারে করে ২৫০ মিটার

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

‘মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও করোনা মোকাবিলায় সফল ইরান’

জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের স্থায়ী প্রতিনিধি মাজিদ তাখতে রাভানচি বলেছেন, তার দেশের ওপর আমেরিকার কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সফল হয়েছে তেহরান।

তিনি সোমবার নিজের অফিসিয়াল টুইটার পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন।

তাখতে রাভানচি তার পোস্টে লিখেছেন, “ইরানি জনগণের বিরুদ্ধে আমেরিকার চাপিয়ে দেওয়া অর্থনৈতিক যুদ্ধ সত্ত্বেও ইরান সরকার করোনা নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে।”
আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তার পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক টিম ইরানের পরমাণু সমঝোতায় ফিরে আসার যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সে সম্পর্কেও কথা বলেন তাখতে রাভানচি।

তিনি বলেন, “আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট তার এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন কি-না তা দেখার জন্য তেহরানের কোনও তাড়াহুড়ো নেই।”

বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৮ সালের মে মাসে ইরানের পরমাণু সমঝোতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে তেহরানের ওপর কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। তিনি দাবি করেন, ইরানকে তার ভাষায় ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য করার জন্য দেশটির ওপর ‘সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগের’ নীতি গ্রহণ করেছে তার প্রশাসন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইরানের সঙ্গে আলোচনায় বসার বাসনা অন্তরে চেপে রেখেই আগামীকাল ২০ জানুয়ারি ট্রাম্পকে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে।

আর্জেন্টিনায় ৬.৪ মাত্রার ভূমিকম্প

আর্জেন্টিনার সান জুয়ানে ৬.৪ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার রাতে আর্জেন্টিনার পশ্চিম-মধ্য প্রদেশ সান জুয়ানে ৬.৪ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে।

প্রথম ভূকম্পনের পর বেশ কয়েকবার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় দেশটিতে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে।

প্যাসিফিক সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার জানিয়েছে, সিরিজ ভূকম্পনের ঘটনায় কোনো সুনামি সতর্কতা দেওয়া হয়নি। সূত্র: সিএনএন

ভূমিকম্প-বন্যায় বিধ্বস্ত ইন্দোনেশিয়া, গৃহহীন ৭০ হাজার মানুষ

শক্তিশালী ভূমিকম্প ও বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ইন্দোনেশিয়া। দেশটিতে প্রাকৃতিক এই দুর্যোগে এরই মধ্যে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৯৬ জনে দাঁড়িয়েছে। এতে এখন পর্যন্ত ঘরছাড়া হয়েছেন অন্তত ৭০ হাজার মানুষ।

দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা সোমবার এই তথ্য জানিয়েছে। খবর দ্য স্টার’র।

সংস্থার মুখপাত্র রাদিত্য জাতি বলেছেন, ‘শুক্রবার দেশটির সুলাওসি দ্বীপে আঘাত হানা ৬ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্পে ৮১ জন নিহত হয়েছেন। একইসঙ্গে ১৪ জানুয়ারি থেকে দেশটির দক্ষিণ কালিমন্তন প্রদেশে বন্যায় প্রাণহানি ঘটেছে ১৫ জনের।’

জাতি জানান, ‘ভূমিকম্পের কারণে অন্তত সুলাওসি দ্বীপের মামুজু এবং মাজেনা জেলার ২৫টি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় ২৮ হাজার লোককে নেওয়া হয়েছে এবং দক্ষিণ কালিমন্তন প্রদেশের ৪০ হাজার মানুষ বন্যার কারণে আশ্রয়কেন্দ্রে।’

এছাড়া ভূমিকম্পের কারণে এখন পর্যন্ত এক হাজার ১৫০ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্কুল ভবন পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে পাঁচটি।

জারি আরও জানান, ‘ভূমিকম্পের কারণে কী পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা পরিমাপ করা হচ্ছে।’

পারস্য উপসাগরে উত্তেজনা, ইসরায়েলে উড়ে গেল মার্কিন বোমারু বিমান

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার উত্তেজনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এমন পরিস্থিতির মাঝেই আবারও পারস্য উপসাগরের ওপর দিয়ে পরমাণু বোমা বহনে সক্ষম দুটি মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান উড়ে গেল ইহুদিবাদী দেশ ইসরায়েলে।

ইসরেয়েলি দৈনিক ইয়েদিঅথের বরাত দিয়ে তুর্কি সংবাদ সংস্থা আনাদোলু জানিয়েছে, মার্কিন দু’টি বি-৫২ বোমারু বিমান রবিবার ইসরেয়েলের একটি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে।

মূলত ইরানকে উসকানি দিতেই ঘনঘন পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় মহড়া দিচ্ছে। বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার ক্ষমতার শেষ সময় এসে মধ্যপাচ্যে আরেকটি যুদ্ধ বাধানোর পাঁয়তারা করছেন বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

সম্প্রতি সময়ে পঞ্চমবারের মতো মার্কিন এ বোমারু বিমান পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় মহড়া দিল। এর আগে গত ৭ জানুয়ারি সৌদি আরবের রাজকীয় বিমানবহর এবং মার্কিন এফ-১৬ যুদ্ধবিমানের সঙ্গে চতুর্থবারের মতো ওই দু’টি বি-৫২ বোমারু বিমান ইসরায়েল গিয়েছিল।

আমেরিকার সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই শক্তির জানান দিচ্ছে ইরান

পরমাণু কর্মসূচি ইস্যুতে বেশ কয়েক বছর ধরেই আমেরিকার সঙ্গে উত্তেজনা বিরাজ করছে ইরানের। এই ইস্যুতে ইরানের ওপর একের পর এক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাও জারি করে আমেরিকা। এতে উত্তেজনা আরও বাড়তে থাকে। এর মধ্যেই সম্প্রতি ইরানের প্রধান পরমাণু বিজ্ঞানী হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে উত্তেজনা চরমে পৌঁছে। ইরান ঘোষণা দেয়,পরমাণু কর্মসূচি জোড়দার করার।

আমেরিকার সঙ্গে তুমুল এই উত্তেজনার মধ্যেই এবার দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের পরীক্ষা চালিয়ে নিজেদের শক্তির জানান দিচ্ছে ইরানের এলিট ফোর্স বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)।

শনিবার ভারত মহাসাগরে এ পরীক্ষা চালায় দেশটি।
ইরানের বরাতে আল-জাজিরা জানিয়েছে, স্থল ও সমুদ্রে নির্দিষ্ট বস্তুতে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের পরীক্ষা চালিয়েছে ইরান। ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যে গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এটি চতুর্থবারের বড় সামরিক মহড়া।

দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রগুলো এক হাজার ৮০০ কিলোমিটার দূর থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে তা ধ্বংস করতে সক্ষম। ইরানের মধ্যাঞ্চল থেকে ছোড়ার পর ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ভারত মহাসাগরের উত্তরাঞ্চলে অবস্থানরত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে। ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল হোসেইন সালামি বলেছেন, দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে শত্রুর বিমানবাহী রণতরীসহ বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ ধ্বংসের সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে।

‘বর্তমানে সাগরে যুদ্ধের প্রচলিত কৌশলটি হল কম গতিসম্পন্ন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে চলমান লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করা। কিন্তু আমরা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়েও সাগরে শত্রুর চলমান নৌযান

ধ্বংসের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছি, এমনটাই জানান তিনি আইআরজিসির প্রধান।

গত বুধবার ও বৃহস্পতিবারও ওমান উপসাগরে সামরিক মহড়া চালায় নৌবাহিনী। অপরদিকে সেনাবাহিনীর ড্রোন মহড়া চালানো হয়েছে ৫ ও ৬ জানুয়ারি।

ধারাবাহিক মহড়া ও নতুন নতুন সামরিক সরঞ্জাম সফল পরীক্ষা চালানোর মধ্য দিয়ে নিজেদের শক্তির জানান দিচ্ছে ইরান।

এদিকে, ইরানের ছোঁড়া দীর্ঘপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস নিমিৎজের অবস্থানের ১০০ মাইলের মধ্যে পড়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেল ফক্স নিউজ।

মার্কিন একটি অজ্ঞাত সূত্রের বরাত দিয়ে টেলিভিশন চ্যানেলটি বলেছে, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ভারত মহাসাগরের যেখানে পড়েছে তার ২০ মাইল দূরে একটি বাণিজ্যিক জাহাজও ছিল।

টেলিভিশনের খবরে দাবি করা হয়েছে, ভারত মহাসাগরের ওই এলাকায় অন্তত দুটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে এবং তাতে মারাত্মক রকমের বিস্ফোরণ হয়। ক্ষেপণাস্ত্রগুলো বিস্ফোরণের পর আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে তার টুকরো ছড়িয়ে পড়ে। মার্কিন একজন সরকারি কর্মকর্তা দাবি করেন, “ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হবে বিষয়টি আমরা ধারণা করছিলাম।”

মেঘালয় সীমান্তে বিজিবির গুলিতে মৃত্যুর প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ মেঘালয়ের গ্রাম

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে বাংলাদেশি নাগরিকদের মৃত্যুর পর সেখানে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে নিহতদের পরিবারে শোকের মাতম গত কয়েক বছরে বেশ পরিচিত দৃশ্য হয়ে উঠেছে।

কিন্তু গত দিন দশ-বারো ধরে এর একেবারে উল্টো ছবি ঘটতে দেখা যাচ্ছে মেঘালয় সীমান্তে সাউথ গারো হিলস জেলায় – যেখানে বিজিবির গুলিতে সীমান্তে একজন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুর পর স্থানীয় গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন।

মেঘালয়ের পুলিশ ও প্রশাসন বিবিসিকে জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তিকে মাদক চোরাকারবারি বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা হলেও তার আদৌ কোনও অপরাধের রেকর্ড ছিল না।
দুদেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এখন এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিকারের চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মেঘালয়ের রাসনগর গ্রামের বাসিন্দা, ৪৮ বছর বয়সী থেডিয়ান জি মোমিনের গুলিবিদ্ধ মরদেহ সীমান্তের কাছে বাংলাদেশের দিক ঘেঁষে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল গত ২৯ ডিসেম্বর সকালে।

সূত্র: বিবিসি বাংলা

বিদায়বেলায় চীনকে ধাক্কা ট্রাম্প প্রশাসনের

বিদায়বেলায় ফের চীনকে ধাক্কা দিল ট্রাম্প প্রশাসন। শুক্রবার হংকংয়ে বেইজিংয়ের দমননীতির প্রতিবাদে ছয় চীনা কর্মরর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল আমেরিকা।

এক বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, জানুয়ারি মাসের ৬ তারিখ প্রায় ৫০ জন মানুষকে গ্রেফতার করেছে হংকং পুলিশ। গণতন্ত্রকামী রাজনীতিবিদ ও সমাজকর্মীদের নিশানা করছে চীন। হংকং আইনসভার নির্বাচনে কারচুপি রোখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ায় তাদের বিতর্কিত জাতীয় নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে হংকং আইনসভার ১৩ জন সাবেক সদস্য ও এক মার্কিন আইনজীবীও রয়েছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর আরও জানিয়েছে, এমন অগণতান্ত্রিক কাজে জড়িত থাকার জন্য হংকং প্রশাসন ও চীনের ছয় কর্মকর্তার ওপর ভ্রমণ ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই তালিকায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে সান ওয়েনকিং। হংকং স্বশাসিত প্রদেশের জাতীয় নিরাপত্তা দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর তিনি। এর আগেও বেইজিংয়ের নির্দেশে গণতন্ত্রের সমর্থকদের বিরুদ্ধে অত্যাচার চালানোর অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি শাওমি-সহ একাধিক চীনা সংস্থার সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেনেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

পাশাপাশি সে দেশের তেল সংস্থা ‘চায়না ন্যাশনাল অফশোর অয়েল করপোরেশন’–এর ওপরও নিষেধাজ্ঞা বসানো হয়েছে, যাতে আমেরিকার কোনও সংস্থা বা ব্যবসায়ী তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেনে যুক্ত হতে না পারে। এর পাশাপাশি আরও ৯টি চীনা সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা বসিয়েছে পেন্টাগন।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক মঞ্চের প্রতিবাদ হেলায় উড়িয়ে হংকং নিয়ে বিতর্কিত জাতীয় নিরাপত্তা বিল পাশ করে চীন। বিতর্ক উপেক্ষা করেই ‘ন্যাশনাল সিকিউরিটি লেজিসলেশন ফর হংকং’ শীর্ষক বিলটিতে সই করেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এর ফলে স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশটির ওপর বেইজিংয়ের রাশ আরও মজবুত হয়েছে। তারপরই চীনের ওপর চাপ বাড়িয়ে হংকংয়ের ৩০ লাখ বাসিন্দাকে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করে ব্রিটেন।

শুধু তাই নয়, সদ্য হংকংয়ের ‘চিনপন্থী’ প্রশাসক ক্যারি লাম-সহ ১০ জন উচ্চপদস্থ চীনা কর্মকর্তার ওপর ভ্রমণ ও আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা চাপায় ওয়াশিংটন। হংকংয়ের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে নিপীড়ন চালাচ্ছে বেইজিং যার জেরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন।